নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব
হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব।

সম্পাদনায় ঃ
শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলিলুর রহমান
মুমতায শারী'আহ্‌ বিভাগ-
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব।



নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (হাফেয হোসেন)
হাদীস বিভাগ- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব

সম্পাদনায় ঃ- শাইখ মোঃ ঈসা মিঞা বিন খলীলুর রহমান
লিসান্স- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্‌, সৌদী আরব

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী [redacted]

নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব

প্রকাশনায়

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা- ১১০০, ☎ ৭১১৪২৩৮,
মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

দ্বিতীয় প্রকাশ
যিলহজ্জ ঃ ১৪২৯ হিজরী
পৌষ ঃ ১৪১৫ বাংলা
ডিসেম্বর ঃ ২০০৮ ঈসায়ী

কম্পিউটার কম্পোজ
আল-মাদানী কম্পিউটার সেন্টার
৩৮, নর্থ-সাউথ রোড, বংশাল
ঢাকা- ১১০০, ☎ ৭১১৪২৩৮
মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

বাঁধাই
আল-মাদানী ভবন
১৪২/আই/৫, বংশাল রোড, (মুকিম বাজার)
(পাকিস্তান মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব দিক)

মুদ্রণে
হেরা প্রিন্টার্স
৯, নবরায় লেন, ঢাকা- ১১০০

মূল্য ঃ ৩১/= একত্রিশ টাকা

Published by Hossain Al-Madani Prokashoni, Dhaka, Bangladesh.
2nd Edition : December- 2008. Price Tk- 31/= US $: 2.

ISBN NO: 984 - 605 - 061 - 05

লেখকের কথা

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রহী-ম

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান প্রভু আল্লাহ্‌ তা'আলার জন্য। তাঁরই অশেষ অনুগ্রহে **"নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ"** বইটি প্রকাশিত হলো এবং দরূদ ও সালাম পেশ করছি মহানাবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি।

নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করার নিয়ম রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না এমনকি সাহাবা কিংবা তাবিঈনদের যুগেও না। ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পর প্রচলিত নিয়মে সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আর প্রমাণে সহীহ্‌ হাদীস ভিত্তিক কোনই দলীল নেই। নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আর ব্যাপারটি নিয়ে বর্তমানে সমস্যা ও বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এখন এ বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন বই-পুস্তক লেখা হচ্ছে। এমনকি বিষয়টি নিয়ে ঝগড়া-ফ্যাসাদও হচ্ছে। গ্রামাঞ্চলের কোন কোন মাসজিদে জামা'আত ভাগাভাগি হয়ে যাচ্ছে। আশা করি যাঁরা নিরপেক্ষভাবে এ ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গবেষণা করবেন তাঁরা খুব সহজেই কোনটা হাক্ব বা কোনটা সত্য বুঝে নিতে পারবেন। বইটিতে হাক্ব বা সত্য প্রকাশে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আর বিষয়টি নিয়ে যেহেতু বর্তমানে তর্ক-বিতর্ক চলছে- সেহেতু এর সঠিক সমাধান এবং তথ্যবহুল প্রামাণ্য দলীল সহকারে আমি বইটিতে বিষয়ের সত্যতা উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি।

হে আল্লাহ্‌! তুমি আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে ক্বুবুল কর এবং আমাকে এরূপ আরো বেশি বেশি খিদমাত করার তাওফীক্ব দান কর। –আমীন॥

নির্ভুল ছাপার চেষ্টা করলেও ভুল-ত্রুটি থেকে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। অতঃপর প্রুফ সংশোধনে সময় দিতে না পারায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

পাঠকবৃন্দের চোখে যে কোন ধরনের ভুল ধরা পড়লে আমাকে তা সংশোধনের জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। ইনশাআল্লাহ্‌ পরবর্তী সংস্করণে ভুল-ভ্রান্তি শুদ্ধ করে প্রকাশ করতে চেষ্টা করব।

খাদিম

হুসাইন বিন সোহ্‌রাব (হাফেয হোসেন)

সূচীপত্র

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রহী-ম

দু'আর ক্ষেত্রে সীমালংঘন

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর ইমামের নেতৃত্বে হাত তুলে দু'আর যে নিয়ম আমাদের দেশে চালু রয়েছে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাত নয়। এই পদ্ধতিতে দু'আর ক্ষেত্রে সীমালংঘন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাদীসে সাবধান করে ভবিষ্যত বাণী করে গেছেন। এই নিয়মে দু'আ করা সুন্নাতের পরিপন্থী।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

سَيَكُوْنُ فِىْ أُمَّتِىْ قَوْمٌ يَّعْتَدُوْنَ فِىْ الطُّهُوْرِ وَالدُّعَاءِ *

"অচিরেই আমার উম্মাতের মধ্যে এমন একটি দল আসবে যারা পবিত্রতা অর্জন ও দু'আ করার ব্যাপারে সীমালংঘন করবে।"

–সহীহ্ আবু দাঊদ হাদীস নং– ৯৬, ইবনু মাজাহ, আহমাদ

তিনি (ﷺ) আরো বলেছেন ঃ

إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ *

"তোমরা নিজেদেরকে নব উদ্ভাবিত বিষয়সমূহ (ইবাদাত) থেকে দূরে রেখ, কেননা, প্রত্যেক নব উদ্ভাবিত (দীনি) বিষয়ই বিদ'আত, আর প্রত্যেক বিদ'আতই হচ্ছে ভ্রান্তি বা ভুল পথ।"

–সহীহ্ঃ মিশকাত তাহক্বীক্ব- আলবানী, হাদীস নং– ১৬৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর আনুগত্য করার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেছেন ঃ

مَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ، وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ *

"যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের আনুগত্য করল সে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি মুহাম্মাদের অবাধ্য হল সে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হল।" –বুখারী, মিশকাত হাদীস নং– ১৪৪

ফরয নামাযের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দু'আ করেছেন কি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনে বহু ফরয নামাযের ইমামতি করেছেন। কিন্তু এই ইমামতিকালে ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে সাহাবীদের নিয়ে হাত তুলে দু'আ করেছেন এমন কোন প্রমাণ হাদীসে নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর তেইশ বছর নাবূওয়াতের জীবনে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি স্বয়ং তিনিই করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ফরয নামাযের পর দু'হাত উত্তোলন করে সাহাবীদের নিয়ে যদি একবারও দু'আ করতেন তাহলে কোন না কোন হাদীস বর্ণনাকারী অবশ্যই বর্ণনা করতেন। আর বর্তমানে দু'আ করার পক্ষের আলিমগণের কিয়াস করে তা প্রমাণ করার প্রয়োজন হতো না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ গোপনীয়ভাবে কোথায় কি 'আমাল করেছেন তাও সাহাবা (রাযিঃ)-গণ খোঁজ-খবর নিয়ে আমাদের 'আমাল করার জন্য প্রকাশ করে গেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলা-ফেরা উঠা-বসা প্রতিটি অবস্থায় সাহাবী (রাযিঃ)-গণ অতি সূক্ষ্ম ও সঠিকভাবে বর্ণনা করতে চেষ্টা করে গেছেন। আর ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে দু'আর পদ্ধতি প্রকাশ্যকৃত একটি 'আমালের বর্ণনা থাকবে না তা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আয়িশা (রাযিঃ) বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আনসারী মহিলাদের দয়া করুন। লজ্জা তাদেরকে দ্বীনের বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে বাঁধা দেয় না।

মহিলাগণ রাতের আঁধারে দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞেস করার জন্য ঋতুস্রাব, প্রসূতি অবস্থায়, অপবিত্রতা এবং বিভিন্ন হুকুম-আহকাম জানার জন্য আয়িশা (রাযিঃ)-এর নিকট আসতেন। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র সহধর্মিণীগণই ছিলেন মহিলাবিষয়ক শিক্ষা এবং পথ নির্দেশ দানকারিণী। এভাবেই মুসলিম রমণীগণ দ্বীনের ব্যাপারে অনেক পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন।

আর এ কথাও বলে দেয়ার প্রয়োজন হয় যে, সুন্নাহ কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বাণীকেই বলা হয় না বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথা, কাজ এবং সম্মতিকেও সুন্নাহ বলা হয়। এ সবই শারীআতের অন্তর্ভুক্ত এবং উম্মাতের জন্য অপরিহার্য করণীয়। সুতরাং তার সহধর্মিণীগণের কাছ থেকেই দাম্পত্য জীবনের গোপন তথ্য সম্পর্কে আমাদেরকে অবহিত করবে তার পূত-পবিত্র জীবনসঙ্গিণীগণ। তাদের অনেকেই হিদায়াতের চিরকল্যাণ বহন করে জাতির জন্য শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন এবং অসাধারণ মেধাবী এবং প্রতিভাধারী হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামাযের পর যেসব দু'আ তাসবীহ্-তাহলীল, ইস্তিগফার ও ব্যক্তিগত প্রার্থনা করতেন তাই হচ্ছে আমাদের জন্য ফরয নামাযের পর করণীয়।

সালামের পর হাত উঠিয়ে দু'আ করা, এটা বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে শারীআত সমর্থিত যেমন বৃষ্টির জন্য নামায এবং কুনূতে নাযিলার দু'আ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে হাত তুলে সম্মিলিত দু'আ 'আমালযোগ্য হলেও ফরয নামাযের পর নিয়মিত হাত তুলে দু'আ কোন ক্রমেই সুন্নাত সম্মত নয়।

সাময়িক বিষয়ে হাত তুলে দু'আ

সহীহ্ বুখারী থেকে প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বৃষ্টির জন্য হাত তুলে দু'আ করলে সাহাবী (রাযিঃ)-গণও সেই দু'আয় হাত তুলে শারীক হয়েছিলেন।

আল-আদাবুল মুফরাদ লিল বুখারী থেকে জানা যায়। মা আয়িশা (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দু'হাত তুলে দু'আ করতে দেখেছি। তিনি বলেছেন– ইয়া রাব্বাল 'আলামীন! আমি একজন মানুষ। তুমি আমাকে শাস্তি দিও না।

কেউ দু'আর জন্য আবেদন করলে একাকী তার জন্য হাত তুলে দু'আ করা যাবে। এ ব্যাপারে সহীহ্ হাদীস থেকে জানা যায় ঃ

اَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ فِىْ جُزْءِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُوْ لِعُثْمَانَ *

"আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উসমান (রাযিঃ)-এর জন্য দু'হাত তুলে দু'আ করতে দেখেছি।"

–বুখারী, জুযউ রাফইল ইয়াদাইন হাদীস নং– ১৫৭

وَاَخْرَجَ مُسْلِمٌ لِأَهْلِ الْبَقِيْعِ عَنْ عَائِشَةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ *

মা আয়িশা (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বাকী নামক কবরস্থানে কবরবাসীদের জন্য পরপর তিনবার হাত তুলে দু'আ করেছেন।

–মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং– ২১২৮

وَاَخْرَجَ الْبُخَارِىُّ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .... وَقَامَ ذٰلِكَ الأَعْرَابِيُّ أَوْ قَالَ غَيْرُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ وَغَرِقَ الْمَالُ فَادْعُ اللّٰهَ لَنَا فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا *

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত;....... সে বেদুঈন বা অন্য কেউ দাঁড়িয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (বৃষ্টির কারণে) আমাদের বাড়ি-ঘর ধ্বসে পড়ছে। সম্পদ ডুবে যাচ্ছে। তাই আপনি আমাদের জন্য আল্লাহ্ তা'আলার নিকট দু'আ করুণ। তখন তিনি দু'হাত তুললেন এবং বললেন ঃ হে আল্লাহ্! আমাদের পার্শ্ববর্তী এলাকায় (বৃষ্টি দাও)। আমাদের উপর নয়।

–সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, তাহীদ প্রেস, হাদীস নং– ৯৩৩

وَاَخْرَجَ النَّسَائِىْ مِنْ حَدِيْثِ اُسَامَةَ كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُوْ.... *

উসামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমি আরাফার ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিছনে আরোহীতে ছিলাম, তিনি দু'হাত তুলে দু'আ করেছিলেন। **–নাসাঈ, সহীহঃ হাদীস নং– ৩০১১**

وَاَخْرَجَ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيْثِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فِىْ فَتْحِ مَكَّةَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَحْمَدُ اللّٰهَ وَ يَدْعُوْ *

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'হাত তুলে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও দু'আ করতে লাগলেন।

–মুসলিম, ইসলামীক সেন্টার, হাদীস নং– ৪৪৭৩

এই জাতীয় আরো অনেক ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। সাময়িক বিষয়ে এভাবে হাত তুলে দু'আ বৈধ বটে। তবে এগুলোর সাথে ফরয নামাযের পরে হাত তুলে দু'আর কোন সম্পর্ক নেই। ফরয নামাযের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত তুলে এভাবে কোন দু'আ করেননি।

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলো থেকে এটাই প্রমাণিত হলো– অনির্দিষ্ট অবস্থা ও পরিস্থিতিতে হাত তুলে দু'আ করা যাবে কিন্তু ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত দু'আর কোন নিয়ম হাদীসে নেই।

সন্দেহপূর্ণ কাজ ছেড়ে দেয়াই উত্তম

শারীআতের যাবতীয় স্পষ্ট বিষয়ে সাধারণত বৃশিঙ্খলা সৃষ্টি হয় না কিন্তু যেসব বিষয় স্পষ্ট নয় তাতেই এক সন্দেহের সৃষ্টি করে এবং এখান থেকেই বিদ'আত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। সন্দেহপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে হাদীস হতে জানা যায়–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْاَمْرُ ثَلٰثَةٌ. اَمْرٌبَيِّنٌ رُشْدُهٗ فَاتَّبِعْهُ. وَاَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهٗ فَاجْتَنِبْهُ. وَاَمْرٌاُخْتُلِفَ فِيْهِ فَكِلْهُ اِلَى اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ *

"ইবনু আব্বাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ শারীআতের যাবতীয় বিষয়সমূহ তিন ধরনের। এক ধরনের বিষয় হল– যার সঠিক হওয়া একেবারেই সুস্পষ্ট, সুতরাং তা মেনে চলবে। আর দ্বিতীয় ধরনের বিষয় হল– যার ভ্রান্ত হওয়া একেবারেই সন্দেহাতীত, সুতরাং তা পরিহার করবে। আবার তৃতীয় বিষয় এমনও আছে যা সন্দেহপূর্ণ, সেগুলো আল্লাহ্ তা'আলার উপর সোপর্দ করবে। সন্দেহ নিরসন না হওয়া পর্যন্ত তাতে লিপ্ত হবে না।" –আহমাদ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، اِسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعٰى حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكُ أَنْ يَّرْتَعَ فِيْهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى اللّٰهِ مَحَارِمُهٗ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهٗ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُكُلُّهٗ : أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ *

নু'মান ইবনু বাশির (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি– হালালও সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট। আর এই দু'য়ের মাঝে রয়েছে কিছু সংশয়পূর্ণ জিনিস (যেগুলোর হালাল ও হারাম হওয়ার বিষয়টি অস্পষ্ট রয়েছে)। যেগুলো সম্পর্কে অধিকাংশ লোকই জানে না। যে এসব সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে দূরে থাকবে সেই তার দ্বীন ও ইজ্জাত সম্মানকে হিফাযাত করতে সক্ষম হবে। পক্ষান্তরে যে সন্দেহপূর্ণ বিষয়ে জড়িয়ে পড়বে, সে হারামের মধ্যে পতিত হবে। তার দৃষ্টান্ত ঐ রাখালের মতো যে চারণভূমির আশেপাশে তার ছাগল বা মেষপাল চড়ায়। এরূপ ক্ষেত্রে সর্বদাই উক্ত প্রাণীর তাতে ঢুকে পড়ার আশঙ্কা থাকে। জেনে রাখ, প্রত্যেক বাদশাহ্‌র জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত সীমা হচ্ছে তার হারাম করা জিনিসসমূহ। আরো জেনে রাখ, মানুষের শরীরে এক টুকরো গোশ্‌ত রয়েছে। সেটি সুস্থ ও দোষমুক্ত হলে সমগ্র শরীরই সুস্থ ও দোষমুক্ত হয়ে যায়। আর সেটি যদি দূষিত ও অসুস্থ হয়ে পড়ে তাহলে সমগ্র শরীরই দূষিত ও অসুস্থ হয়ে যায়। সেটা হচ্ছে দিল বা অন্তঃকরণ। **–বুখারী, মুসলিম, মিশকাত তাহ্‌ক্বীক্ব– আলবানী, হাদীস নং– ২৭৬২**

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো– যে ব্যক্তি কোন মুস্তাহাব বিষয়কে অপরিহার্য মনে করে এবং তা বিদ'আত হওয়ার সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও বাস্তবায়ন করে এবং তা পরিত্যাগ করার যে অনুমতি শারীআতে রয়েছে তার উপর 'আমাল না করে তবে বুঝতে হবে শাইতান তাকে ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করছে। সে 'আমালটি যদি বিদ'আত হয় তাহলে তার জন্য আরো মারাত্মক।

সকল বিষয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে আদর্শ হিসেবে মেনে নিলে ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। আর কোন বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত দেবেন একমাত্র আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল ﷺ। এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ *

"যদি তোমরা কোন বিষয়ে বিতর্কে লিপ্ত হও তবে তা ফিরিয়ে নাও আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূলের কাছে, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও আল্লাহ্ তা'আলা এবং পরকালের উপর।" –সূরা ঃ আন্-নিসা, আয়াত ঃ ৫৯

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ অবশ্যই রাব্বুল 'আলামীনের কাছে কিছু চাওয়া পাওয়ার ইচ্ছা নিয়েই করা হয়। কিন্তু এই প্রার্থনা তখনই ক্বূল হবে যখন তা সুনিশ্চিতভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আনিত বিধানের নিয়মে হবে।

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত যেহেতু কোন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়, সেহেতু এই আমালটি করার ক্ষেত্রে এত বাড়াবাড়ি করে কি লাভ! তাই একজন সচেতন ঈমানদার ব্যক্তির উচিত হবে নামাযের পর ইমামের সাথে দু'হাত তুলে দু'আ না করে একাকি নামাযের স্থানেই বসে বসে, নিরবে তাসবীহ্-তাহ্লীল পাঠ করা।

সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের সালাম ফিরানোর পর বহু দু'আ রয়েছে। তবে তা ইমামের সাথে সম্মিলিতভাবে দু'হাত না তুলে মুক্তাদীগণ নিজ নিজভাবে তাসবীহ্, দু'আ পাঠ করতে থাকবে।

যেহেতু সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত দু'আ সম্পর্কে কোন একজনও বর্ণনা করেননি, এ হতেই জানা গেলো যে, এই বিষয়ের উপর কখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আমাল করেননি। এটা কিভাবে বিশ্বাস করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই 'আমালটি করেছেন অথচ সাহাবী (রাযিঃ)-গণ সেটা বর্ণনা করেননি। কাজেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ছেড়ে দেয়া বিষয় ছেড়ে দেয়াই সুন্নাত।

অতএব, তিনি যা ছেড়ে দিয়েছেন তা ভালো মনে করে করা এবং তিনি যা করেছেন তা ছেড়ে দেয়া কোনটাই ঠিক নয়। বরং এভাবে সুন্নাত উঠে যায় ও বিদ'আতের রাস্তা খুলে যায়। মোট কথা– যে 'আমাল করার সমর্থনে কোন প্রমাণ নেই সে 'আমাল করা একদিকে যেমন সমস্ত বিদ'আত কাজ সুন্নাত কাজ বলে পরিগণিত হবে। অন্যদিকে ধর্মে অনেক নতুন-নতুন নিয়ম প্রবেশ করবে যা ইসলামে আদৌ করার সমর্থন নেই।

সম্মিলিত দু'আ করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেননি এই অজুহাতে এই পদ্ধতিতে দু'আ করা জায়িয হবে বললে দুনিয়াতে যত রকম বিদ'আত চালু হয়েছে সমস্ত বিদ'আতই জায়িয হয়ে যাবে। কারণ বিদ'আত এমনই কাজ যা নেকী লাভের উদ্দেশ্যে করা হয় অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তা করেননি। তাছাড়া তার যুগে করাও হতো না। কাজেই যারা বলেন, "নিষেধ তো করেননি" সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে কাজটি তার দ্বারা করাই হতো না সেটা নিষেধ কিভাবে করবেন। যেমন বিদ'আতীরা নামাযের নিয়্যাত ও জায়নামাযের দু'আ "ইন্নিওয়াজ্জহ্তু....." ইত্যাদি 'আমালগুলো করে আর বলে যদিও এই সমস্ত 'আমালের কথা হাদীসে নেই। অর্থাৎ– রাসূলুল্লাহ ﷺ করেননি, তবে করতে নিষেধও করেননি। তেমনিভাবে ঈদে মীলাদুন্নাবী, মীলাদ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা বলা হয়। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেননি এই যুক্তির মাধ্যমে বিদ'আতের প্রসার ও প্রচার করতে থাকে। কাজেই এই যুক্তি দিয়ে যারা জামা'আতে ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত দু'আ জায়িয বলে থাকেন তারা এর কি উত্তর দিবেন– "নিষেধ তো করেননি"।

ফরয নামাযের পরে দু'আ কবূল হয়

ফরয .নামাযের পর দলবদ্ধভাবে ইমাম ও মুক্তাদিগণের ইজতিমায়ীভাবে দু'হাত তুলে দু'আ ইত্যাদি এ জাতীয় বিশেষ ভঙ্গির প্রচলিত দু'আসমূহ কখনোই সাহাবা (রাঃ)-গণের যুগে ছিলো না। তাদের নির্ভরযোগ্য যুগ অতিবাহিত হবার পর এ জাতীয় নতুন প্রথা আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য লাভের উপায় মনে করে আবিষ্কার করা হয়েছে।

কখন থেকে ও কিভাবে আমাদের মধ্যে ফরয নামাযের পর এক বিশেষ নিয়মে দু'আ প্রচলন হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন। এই দু'আয় ইমাম-মুক্তাদী সকলেই এক সাথে হাত উত্তোলন করে। মুক্তাদীগণ আমীন, আমীন বলতে থাকে। অথচ এ জাতীয় দু'আ রাসূলুল্লাহ ﷺ, খুলাফায়ি রাশিদীন এমনকি মহামতি ইমামগণ থেকেও কোন দলীল পাওয়া যায়নি।

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْآخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ *

আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; বলা হলো ঃ "হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন দু'আ অধিক গ্রহণযোগ্য? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ শেষ রাতের মধ্যবর্তী সময় এবং সকল ফরয নামাযসমূহের পর।"

–সহীহ্ আত্-তিরমিযী হাদীস নং– ৩৪৯৯

এই হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামাযের পর সাহাবীদের নিয়ে দু'হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দু'আ করেছেন। উক্ত হাদীসটিতে সম্মিলিতভাবে দু'আর কোন আলোচনা নেই।

অপর একটি হাদীস দ্বারা যারা সম্মিলিতভাবে দু'আর পক্ষে দলীল পেশ করেন ঃ

عَنِ الْمُغِيْرَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُوْ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ *

মুগীরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক নামাযের পরে দু'আ করতেন। –বুখারী

এই হাদীস থেকেও এটা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একাকি কিংবা সম্মিলিতভাবে দু'হাত তুলে দু'আ করেছেন।

যারা যুক্তিভিত্তিক উল্লেখিত দলীল পেশ করেন, তারা বলেন– হাদীসে আছে ফরয নামাযের পর দু'আ ক্ববূল হয় এবং কতক দু'আয় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর থেকে হাত উঠানোর প্রমাণও পাওয়া যায়। তাই এই পদ্ধতিতে দু'আ করা সুন্নাত। ফরয নামাযের পর দু'আ ক্ববূল হওয়ার ব্যাপারে সবারই একমত কিন্তু কতক দু'আয় রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত উঠিয়েছেন সেটাকে টেনে এনে মুকাল্লিদদের মত ক্বিয়াস করে এখানে সংযুক্ত করা শারীআতের নিকট কোন মূল্য নেই। যেখানে পরিষ্কারভাবে শারীআতের দলীল বিদ্যমান ফরয নামাযের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ কি করেছেন তা প্রতিটি অবস্থার বর্ণনা বর্ণিত হয়েছে। সেখানে ক্বিয়াস করে দু'হাত তুলে দু'আর পক্ষে কথা বলার কি মূল্য থাকতে পারে।

কতিপয় 'আলিম যখন সহীহ্ হাদীস থেকে ফরয নামাযের পরে সম্মিলিতভাবে দু'আ করার কোন প্রমাণ দিতে পারেন না তখন তারা বলেন– এটি একটি মুস্তাহাব 'আমাল। কিন্তু এটা তাদের নিজস্ব রায় মাত্র। এইভাবে মুস্তাহাব বললে মীলাদ, ফাতিহাখানি, উরশখানি, কুলখানি ইত্যাদি সবই বৈধ হয়ে যাবে। কারণ, এই সব 'আমালের স্বপক্ষে নির্ভরযোগ্য কোন দলীল নেই। সুতরাং তাদের একথা গ্রহণযোগ্য নয়। প্রত্যেক 'আমালের ক্ষেত্রে শারীয়াতসম্পন্ন ও সঠিক দলীল ব্যতীত যে কোন লোকের অন্ধ অনুসরণ করা বৈধ নয়।

উচ্চস্বরে দু'আ

প্রচলিত মীলাদ মাহফিল ও ওয়াজ চলাকালে সম্মিলিতভাবে বক্তা শ্রোতাদের নিয়ে উচ্চস্বরে সকলে দরুদ ও দু'আ পড়ে, এ সবই বিদ'আত। এ জাতীয় প্রথা আবিষ্কার শুধু সাওয়াবের আশায় করে থাকে। দু'আর প্রকৃত নিয়ম হলো গোপনীয়তা অবলম্বন করা। তবে যে সমস্ত দু'আ উচ্চস্বরে ও সম্মিলিতভাবে ও প্রকাশ্যে করার প্রমাণ রয়েছে সেটা অবশ্যই করা যাবে। যেমন বৃষ্টি, চন্দ্রগ্রহণ ইত্যাদির দু'আ। এই ব্যাপারে ইবনু হাজার আসকালানী (রাহঃ) সহীহ্ বুখারীর শারাহতে উল্লেখ করেছেন ঃ

أَنَّ الإِمَامَ وَالْمَأْمُوْمَ يَخْفِيَانِ الذِكْرَ إِلَّا انْ أُحْتِيْجَ إِلَى التَّعْلِيْمِ *

নিশ্চয়ই ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ে গোপনে যিক্র করবে তবে যদি শিখানোর প্রয়োজন হয় সে বিষয় ভিন্ন। –**ফাতহুল বারী– ২/২৭৯**

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًاوَّ خُفْيَةً، إِنَّهٗ لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ *

"তোমরা ডাকবে নিজেদের প্রভূকে নম্রভাবে ও গোপনে। নিশ্চয়ই সীমালংঘণকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা পছন্দ করেন না।"

–সূরা ঃ আল-আরাফ, আয়াত ঃ ৫৫

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "নিশ্চয়ই তোমরা ডাকছো এমন এক সত্তাকে যিনি শুনেন এবং খুবই নিকটবর্তী। আর তিনি তোমাদের সাথেই আছেন। –**ইবনু কাসীর ১ম খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা, বুখারী, তাওহীদ প্রেস, হাদীস নং– ৪২০২**

উক্ত হাদীস থেকেও প্রমাণিত হয়ে গেলো যে, আল্লাহ্ তা'আলার যিক্র উঁচু আওয়াজে করার কোন প্রয়োজন নেই, যেহেতু তিনি সব কিছুই শুনেন এবং অতি নিকটে, কাজেই উক্ত হাদীস ও কুরআনের আয়াত দ্বারা উঁচু আওয়াজে যিক্র না করার কথাই প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

فَإِذَا اَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفٰتٍ فَاذْكُرُوْا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِالْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَاهَدٰكُمْ *

"তোমরা যখন আরাফার ময়দান হতে চলে আস তখন তোমরা মাশআরে হারামে উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র কর। আর তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র কর (ঐভাবে) যেভাবে আল্লাহ্ যিক্‌রের পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন।" –**সূরা ঃ আল-বাকারা, আয়াত ঃ ১৯৮**

আল্লাহ্ তা'আলা কিভাবে যিক্‌র করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন তা নিম্ন আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ *

"তোমার প্রতিপালকের যিক্‌র কর, সকাল-সন্ধ্যায়, বিনয় ও নম্রতার সাথে, অনুচ্চস্বরে, মনে মনে, আর তুমি গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।"

–**সূরা ঃ আল-আ'রাফ, আয়াত ঃ ২০৫**

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে উঁচু আওয়াজে যিক্‌র করতে নিষেধ করে দিয়েছেন এবং বলে দিয়েছেন, বিনয় ও নম্রতার সাথে মনে মনে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র করতে হবে।

হাত উঠানো প্রত্যেক দু'আর নিয়ম নয়

যে সমস্ত জায়গায় হাত উঠানোর কোন দলীল নেই, সেই সমস্ত জায়গায় দু'হাত উত্তোলন করে বিশেষ করে সম্মিলিতভাবে দু'আ করা অবশ্যই সুন্নাত পরিপন্থী কাজ। প্রত্যেক দু'আয় হাত উত্তোলন করতে হবে এমন কোন কথা নেই। যেমন রোগী দেখতে গেলে তার কপালে হাত রেখে সাতবার পড়তে হয়–

أَسْئَلُ اللّٰهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ *

"আস্আলুল্লাহাল 'আযীম রাব্বাল্ 'আরশিল্ 'আযীম আন ইয়াশ্ফীকা।" –হাকিম, নাসাঈ, সহীহ্ আবূ দাঊদ হাদীস নং– ৩১০৬

উক্ত দু'আটির ক্ষেত্রে একটি নিয়ম সহীহ্ হাদীস থেকে পাওয়া যাচ্ছে। তাই আমরা রোগীর সামনে দাঁড়িয়ে শুধুমাত্র এই দু'আটি এই নিয়মেই করতে পারবো। এছাড়া যে সমস্ত দু'আর ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি হাদীস থেকে পাওয়া যায় না সে সমস্ত দু'আ শুধুমাত্র মুখে উচ্চারণ করলেই যথেষ্ট হবে। যেমন, আযানের পর দু'আয় হাত উত্তোলন করা যাবে না। এমনিভাবে নতুন কাপড় পরিধানের জন্য দু'আ আছে। কিন্তু হাত উঠানোর কোন প্রমাণ নেই। মাসজিদে প্রবেশের দু'আ আছে– কেউ যদি মাসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে হাত উঠিয়ে দু'আটি পড়তে থাকে তবে তাকে কি বলা যাবে? ঠিক একইভাবে পায়খানায় যাওয়ার সময়, ঘুমের সময়, ঘুম থেকে উঠে দু'আ রয়েছে কিন্তু হাত তোলার কোনই প্রমাণ হাদীসে নেই।

ইস্তিস্কার বা বৃষ্টির অথবা দু'আয়ি কুনূতের জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ সম্মিলিতভাবে সাহাবাদের নিয়ে দু'আ করেছেন যা সহীহ্ বুখারী থেকে পরিষ্কারভাবেই প্রমাণিত হয়। ইস্তিস্কা ও কুনূতের নামাযের দু'আ এবং ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত দু'আ এক নয়। বরং অনেক পার্থক্য রয়েছে। কুনূতের দু'আ নির্দিষ্ট কারণে ও নির্দিষ্ট সময়ে করা হয় এবং সেটা সালাম ফিরানোর পরে নয় বরং নামাযের মধ্যেই করা হয়। এমনিভাবে অনাবৃষ্টির সময় ইস্তিস্কার খুতবাহ রয়েছে এবং কিবলামুখী হয়ে হাতের তালু নীচের দিকে রেখে ও বেশি পরিমাণ হাত উঁচু করে দু'আ করার নিয়ম রয়েছে। তবে দু'আ কুনূতের সময় হাত উঠানো সাহাবাদের 'আমল দ্বারা সাব্যস্ত আছে, রাসূলুল্লাহ্র 'আমল দ্বারা নয়।

আমার ভাই শাইখ আকরামুজ্জামান বিন আব্দুস সালাম, লিসান্স, মাদীনা ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব। তিনি তাঁর সংশয় ও বিভ্রান্তির বেড়াজালে মুনাজাত গ্রন্থে মীলাদ উৎযাপনকারীদের সম্পর্কে যা লিখেছেন–

নিকৃষ্টতম বিদ'আতী ইবাদাত (মীলাদ) বানোয়াটি যুক্তির মাধ্যমে বৈধ হিসেবে দেখানো হলো–

ক) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا *

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ও তদীয় ফেরেশ্তারা নাবীর প্রতি রাহ্মাত বর্ষণ করে, হে মু'মিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি সালাত পাঠ কর ও সালাম প্রদান কর।" –সূরা ঃ আল-আহযাব, আয়াত ঃ ৫৬

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি দশবার সালাম (রাহমাত) বর্ষণ করবেন –মুসলিম– ১/২৮৮।" উক্ত দলীলের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের নির্দেশ পাওয়া যায়।

খ) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ *

"হে নাবী! আপনি বলুন, আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও রাহমাত এই নিয়ে যেন তারা উৎসব করে, সেটাই উত্তম যা তারা আহরণ করে তার চেয়ে।" –সূরা ঃ ইউনুস, আয়াত ঃ ৫৮

এই আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহ ও রাহমাত নিয়ে খুশি ও উৎসব করার নির্দেশ পাওয়া যায়।

গ) আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ *

"আমি আপনাকে (হে রাসূল!) সমগ্র বিশ্বের জন্য রাহ্‌মাত স্বরূপ প্রেরণ করেছি –সূরাঃ আম্বিয়া– ১০৭।" এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে রাহ্‌মাত বলা হয়েছে।

অতএব, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু রাহ্‌মাত তাই তাঁর আগমন নিয়ে খুশি ও উৎসব করার দলীল পাওয়া গেল। উৎসব করার ভাষা যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা উল্লেখ করেননি এজন্য দরূদ ও বিভিন্ন কবিতার ছন্দ পাঠ করে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করা হয়। আর আল্লাহ্ তা'আলা فَلْيَفْرَحُوْا (তারা যেন খুশি মানায়) বহু বচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন। তাই সবাই একত্রিত হয়ে ঈদে মীলাদুন্নবী উদযাপন করা হয়।

মীলাদে যেমন তারা নিজেদের ইচ্ছামত দরূদের ভাষা ব্যবহার করে, তেমনি ফরয নামাযের পর সম্মিলিত দু'আয় নিজেদের ইচ্ছামত দু'আ এবং ভাষা ব্যবহার ও তৈরী করা হয়। আর যেহেতু এটা সহীহ্ হাদীস থেকে পাওয়া যাচ্ছে না তাই এরূপ কর্মকাণ্ড প্রত্যাখান করাই উচিত।

ফরয নামাযের পরে সম্মিলিতভাবে দু'আর দলীল সহীহ্ নয়

সম্মিলিত দু'আকারীরা তাদের দু'আর পক্ষে যে হাদীস পেশ করেন তা হলো ঃ

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الْفَجْرَ فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا *

আসওয়াদ ইবনু 'আমির (রাহঃ) হতে বর্ণিত; তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলাম। তখন তিনি সালাম ফিরিয়ে ঘুরে বসলেন এবং দু'হাত তুললেন ও দু'আ করলেন। -**ইবনু আবী শাইবাহ**

উক্ত হাদীসটি যঈফ (বানোয়াট), এতে সকল মুহাদ্দিসগণেরই অভিমত এক রকম। বর্ণিত হাদীসটির সনদ ও মতন উভয় দিক থেকেই ভুল রয়েছে। হাদীসটির সনদে "আসওয়াদ ইবনু আমির" নামক কোন তাবিঈ পাওয়া যায় না এবং আসওয়াদের পিতা আমির নামক কোন সাহাবীও খুঁজে পাওয়া যায় না। এছাড়াও হাদীসটির মতনে وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَدَعَا অর্থাৎ- "দু'হাত তুলেছেন এবং দু'আ করেছেন"। মতনের এই অংশটুকু জাল। অন্যান্য সহীহ্ বর্ণনায় এই অংশটুকু নেই। যেমন আবূ দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে فَلَمَّا سَلَّمَ انْحَرَفَ "তিনি যখন সালাম ফিরালেন মুসল্লীদের দিকে ফিরে বসলেন" পর্যন্ত হাদীসটির শেষ কথা। অতএব, আসওয়াদ ইবনু আমীর হতে বর্ণিত হাদীসটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পর ইমামের সাথে মুক্তাদিগণের হাত তুলে দু'আ করার বিষয়ে কিছুতেই দলীল হতে পারে না। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের শত শত সহীহ্ হাদীসের মধ্যে কোথাও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না।

সাহাবী আলা ইবনুল হাযরামী (রাযিঃ)-এর দলীল দিয়ে অনেকে সম্মিলিত দু'আ বৈধ করতে চেষ্টা করেন। প্রথমত উক্ত সাহাবী জীবনে মাত্র এক ওয়াক্তের নামাযে এই 'আমাল করেছিলেন বলে দলীল পাওয়া যায়। সেটা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে নয়। দ্বিতীয়ত হাদীসটি সনদ বিহীন (যঈফ) তৃতীয়ত এই 'আমাল পরবর্তীতে কোন সাহাবী বা তাবিঈগণ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ফরয নামাযের পর সম্মিলিত দু'আর বিপক্ষে নির্ভরযোগ্য দলীল

"জানা দরকার যে, সুন্নাত নিয়ম হলো সালাম ফিরানোর পর যা রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সালফি সালিহীনগণের সময় থেকে প্রমাণিত, তা হলো এই যে, মহিলারা বের হওয়া পর্যন্ত পুরুষ মুসল্লিগণ বসে থাকতেন। আর (দু'আ) যিক্‌রের ব্যাপারে প্রত্যেকেই প্রতিনিধিত্বের অধিকারী। বর্তমানে বিশেষ নিয়মে যে দু'আর প্রচলন তার কোন প্রমাণ নেই।"

–ফাইজুল বারী ২য় খণ্ড ২১৭ পৃষ্ঠা, শারহি বুখারী

ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহঃ) বলেন ঃ

فَإِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَمَادَامَ فِي الصَّلاَةِ لَمْ يَنْصَرِفْ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ فَالدُّعَاءُ حِيْنَئِذٍ مُنَاسِبٌ لِحَالِهِ أَمَّا إِذَا انْصَرَفَ إِلَى النَّاسِ مِنْ مُنَاجَاةِ اللّٰهِ لَمْ يَكُنْ مَوْطِنَ مُنَاجَاةٍ لَهُ وَدُعَاءٍ وَإِنَّمَا هُوَمَوْطِنُ ذِكْرٍ لَهُ وَثَنَاءٍ. مِنَ التَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ وَالتَّكْبِيْرِ *

নিশ্চয়ই মুসল্লী যতক্ষণ নামাযে লিপ্ত থাকে; ততক্ষণ সে তার প্রতিপালকের সাথে মুনাজাতে লিপ্ত থাকে। অতএব, ঐ অবস্থায় দু'আ করা যুক্তিসঙ্গত। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তা'আলার সাথে মুনাজাত শেষে মানুষদের সম্মুখীন হওয়ার সময়টা মুনাজাত ও দু'আর সময় বা স্থান নয়। বরং এটা নামায ও মুনাজাত করার তাওফীক লাভে ধন্য হয়েছে তাই শুকরিয়াস্বরূপ তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ, তাকবীর ইত্যাদির মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও যিক্‌র এর স্থান। –মাজমুআয়ি ফাতওয়া– ২২/৫১৮-৫১৯

وَبِالْجُمْلَةِ فَهُنَا شَيْئَانِ (أَحَدُهُمَا) دُعَاءُ الْمُصَلِّى الْمُنْفَرِدِ كَدُعَاءِ الْمُصَلِّيْ صَلاَةَ الْاِسْتِخَارَةِ وَغَيْرَهَا مِنَ الصَّلَوَاتِ وَدُعَاءُ الْمُصَلِّى وَحْدَهُ إِمَامًا كَانَ أَوْ مَأْمُوْمًا *

(والثاني) دُعَاءُ الإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ جَمِيْعًا فَهٰذَا الثَّانِي لَارَيْبَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَفْعَلْهُ فِيْ أَعْقَابِ الْمَكْتُوبَاتِ كَمَا كَانَ يَفْعَلُ الْاَذْكَارَ الْمَأْثُوْرَةَ عَنْهُ إِذْ لَوْفَعَلَ ذٰلِكَ لَنَقَلَهُ عَنْهُ أَصْحَبُهُ ثُمَّ التَّابِعُوْنَ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ كَمَا نَقَلُوْا مَا هُوَدُوْنَ ذٰلِكَ *

মোট কথা, এখানে দুটি দিক বা অবস্থা রয়েছে ঃ

১) একাকী নামায আদায়কারীর দু'আ। যেমন সালাতুল ইসতিখারাহ ও অন্য কোন সালাত আদায়কারীর দু'আ। আর মুসল্লীর একাকী দু'আ করা চাই ইমাম হোক আর চাই মুক্তাদী হোক (এটা জায়িয)।

২) دُعَاءُ الإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِ جَمِيْعًا ইমাম ও মুক্তাদীর সম্মিলিতরূপ এই দ্বিতীয় অবস্থাটি সম্পর্কে দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামাযের পর কখনোই দু'আ করেননি। যেমনভাবে তার থেকে বর্ণিত যিক্‌রসমূহ পাঠ করতেন। কারণ যদি তিনি এভাবে দু'আ করতেন তাহলে তাঁর সাহাবা (রাযিঃ)-গণ অবশ্যই তা সংকলন করতেন। অতঃপর তাবিঈগণ অতঃপর উলামাগণ যেমনভাবে এর চেয়ে নিম্ন ও তুচ্ছ পর্যায়ের বিষয়সমূহ সংকলন করেছেন। **–মাজমুআয়ি ফাতওয়া– ২২/৫১৭**

এখন এ সম্পর্কে ইসলামী বিশেষজ্ঞদের আরো কিছু অভিমত তুলে ধরা হলো ঃ

أَمَّا دُعَاءُ الإِمَامِ وَالْمَأْمُوْمِيْنَ جَمِيْعًا عَقِيْبَ الصَّلَاةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ لَّمْ يَكُنْ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ بَلْ إِنَّمَا كَانَ دُعَاءُهُ فِيْ صُلْبِ الصَّلَاةِ مَجْمُوْعُ فَتَاوٰى *

নামাযের পর ইমাম ও মুক্তাদীগণের সম্মিলিতভাবে দু'আ করা বিদ'আত। যা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না। তাঁর দু'আ ছিল মূল নামাযের ভিতরেই। **–ফাতওয়া ইবনু তাইমিয়্যাহ– ২২/৫১৯**

دَلَّ عَلٰى اَنَّهُ اِذَا لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِى الدُّعَاءِ لَنْ يَّمْسَحَ وَهُوَ قَيْدٌ حَسَنٌ لِاَنَّهُ ﷺ كَانَ يَدْعُوْا كَثِيْرًا كَمَا فِى الصَّلٰوةِ وَالطَّوَافِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ الدَّعْوَاتِ الْمَاثُوْرَةِ دُبُرَ الصَّلٰوةِ وَعِنْدَ النَّوْمِ وَبَعْدَ الْاَكْلِ وَاَمْثَالِ ذَالِكَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحْ بِهِمَا وَجْهَهُ *

অর্থাৎ– "এই ব্যাপারে বিশদ বর্ণনা দ্বারা এটাই জানা যায় যে, যে সমস্ত দু'আয় হাত উঠানো প্রমাণ নেই সেই সমস্ত দু'আয় হাত মুখে মাসেহও করবে না। কেননা, রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক দু'আ পড়তেন। যেমন নামাযের মধ্যে, তাওয়াফের মধ্যে ইত্যাদি। দু'আয়ি মাসূরা, নামায সমাপ্তিতে, ঘুম যাওয়ার সময়, খানা শেষ করে এ জাতীয় আরো অনেক দু'আ। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ হাত উঠাতেন না এবং চেহারায়ও মাসেহ করতেন না। –**মিরকাত, মিশকাতের হাশীয়া ১ম খণ্ড ১৯৬ পৃষ্ঠা**

قَدْ رَاجَ فِىْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْبِلَادِ الدُّعَاءُ بِهَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ رَافِعِيْنَ اَيْدِيْهِمْ بَعْدَ الصَّلٰوةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَالِكَ فِىْ عَهْدِهٖ ﷺ وَبِالْاَخَصِّ بِالْمُوَاظَبَةِ نَعَمْ ثَبَتَتْ اَدْعِيَةٌ كَثِيْرَةٌ بِالتَّوَاتُرِ بَعْدَ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنَّهَا مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الْاَيْدِىْ وَمِنْ غَيْرِ هَيْئَةِ الْاِجْتِمَاعِيَّةِ *

"অনেক দেশের মধ্যে ফরয নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে দু'আ করতে দেখা যায়। তবে তা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে ছিল না। আর গুরুত্ব সহকারে এমনভাবে আদায় করার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে হ্যাঁ, বহু দু'আর অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু তাও আবার হাত উত্তোলন করে নয় এবং ইজতিমায়ী আকারেও নয়। –**মা'আরিফুস সুন্নাহ**

اِعْلَمْ اَنَّ لَاْدْعِيَةَ بِهٰذِهِ الْهَيْئَةِ الْكَذَائِيَةِ لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَلَمْ يَثْبُتْ عَنْهُ رَفْعُ الْاَيْدِىْ دُبُرَ الصَّلَوَاتِ فِى الدَّعْوَاتِ *

"জানা দরকার যে, নামায সমাপ্তির পর এমন বিশেষ নিয়মে দু'আর প্রমাণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে পাওয়া যায়নি। এমনিভাবে নামাযের পর দু'আর মধ্যে হাত উত্তোলনের প্রমাণও নেই।"

–ফায়জুল বারী শারহি বুখারী ২য় খণ্ড ১৬৭ পৃষ্ঠা

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রাহঃ) বলেন ঃ

أَنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَافَرَغَ مِنْ صَلَاتِه وَذَكَرَ اللّٰهَ وَهَلَّلَهٗ وَسَبَّحَهٗ وَحَمِدَهٗ وَكَبَّرَه. بِا لْاَذْكَارِ الْمَشْرُوْ عِيَّةِ عَقِبَ الصَّلَاةِ اُسْتُحِبَّ لَهٗ اَنْ يُّصَلِّيَ عَلٰى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ ذٰلِكَ وَيَدْعُوْ بِمَاشَاءَ *

মুসল্লী যখন তার নামায শেষ করবে এবং নামাযের পর শারীয়াতসম্মত যিক্‌রসমূহ পাঠের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্‌র, তাসবীহ্, তাহ্‌লীল, তাহ্‌মীদ ও তাক্‌বীর পাঠ করবে তখন তার জন্য মুস্তাহাব হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উপর সালাত পাঠ করা অতঃপর ইচ্ছামত দু'আ করা।

–যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ২৫৮ পৃষ্ঠা

হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম (রহঃ)-এর উপরোক্ত বক্তব্যে ইমাম, মুক্তাদী বা তাদের সম্মিলিতভাবে দু'আ করা এরূপ কোন কথা বা جميعا শব্দ উল্লেখ হয়নি। এখানে তিনি একাকী দু'আ করার কথা বলতে চেয়েছেন, সম্মিলিত দু'আ নয়। তবুও যেহেতু নির্ধারিত যিক্‌র আযকারের পর এই জন্য এই দু'আ নামাযের সংশ্লিষ্ট দু'আ دعاء دبر الصلاة বলে গণ্য হবে না। বরং এটি একটি স্বতন্ত্র ইবাদাত বলে গণ্য হবে। –ঐ– ১/২৫৮

وَاَمَّا الدُّعَاءُ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ اَوِالْمَاْمُوْمِيْنَ فَلَمْ يَكُنْ مِنْ هَدْيِهِ ﷺ أَصْلاً، وَلَا رُوِىَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَلَاحَسَنٍ *

নামায থেকে সালাম ফিরার পর কিবলামুখী কিংবা মুক্তাদীমুখী হয়ে দু'আ করা মোটেও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিদায়াতের (দিক নির্দেশনার) অন্তর্ভুক্ত বিষয় নয়। আর এমনটি তার থেকে বর্ণিতও হয়নি, না কোন সহীহ্ সনদে আর না কোন হাসান সনদে। **(যাদুল মা'আদ ১ম খণ্ড ২৫৭ পৃষ্ঠা)**

নামাযের মধ্যেই মুনাজাত

সালামের পর প্রচলিত দু'আকে আমরা মুনাজাত বলে থাকি। নামকরণের দিকে চিন্তা করলেও আমাদের ঐ ভুল পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে সঠিক নিয়মে 'আমাল করা উচিত। মুনাজাত শব্দের অর্থ চুপিসারে কথা বলা। অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলার কাছে গোপনে কিছু চাওয়া। ইমাম মুক্তাদী মিলে সালামের পর উচ্চ শব্দে সম্মিলিতভাবে মুনাজাত করা এটা নামকরণের দিক থেকেও ভুল।

এই ব্যাপারে সহীহ্ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় ঃ

إِنَّ اَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِيْ صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِيْ رَبَّهُ *

"নিশ্চয়ই তোমাদের কেউ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে লিপ্ত হয়।" –সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড তাওহীদ প্রেস, হাদীস নং– ৪০৫

অধিকাংশ লোক নামাযের পর মুনাজাত করাটা অপরিহার্য মনে করে থাকেন। অথচ উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছেন– নামাযের ভিতরই মুনাজাত রয়েছে।

সিজদায় পাঠ করার জন্য অনেক দু'আ বর্ণিত হয়েছে, আল্লামা আলবানী তাঁর সিফাতুস সালাতে ১২টি দু'আ উল্লেখ করেছেন –১৪৫-১৪৭ পৃষ্ঠা। এছাড়াও সিজদায় ইচ্ছা স্বাধীন দু'আর অনুমোদন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ দিয়েছেন।

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّوَجَلَّ فَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ *

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ রুকূতে আল্লাহ্ তা'আলার মহাত্ম বর্ণনা (তা'যীম অর্থাৎ– সুবহানা রব্বিয়াল আযীম পাঠ) কর। কিন্তু সিজদায় বেশি বেশি দু'আ করার চেষ্টা কর। কেননা, এই অবস্থায় তোমাদের দু'আ কবূল হওয়ার অধিক উপযুক্ত সময়। –মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং– ৯৬৭ আবূ দাউদ হাদীস নং– ৮৭৬, নাসাঈ হাদীস নং– ১১১৯

এছাড়াও অন্যত্র একটি হাদীস থেকে জানা যায় ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اَقْرَبُ مَايَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَسَاجِدٌ فَاَكْثِرُوْا الدُّعَاءَ *

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ "রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ সিজদাহ্ অবস্থায় বান্দাহ্ তার প্রতিপালকের সর্বাধিক নিকটবর্তী হয়। অতএব, এই অবস্থায় বেশি করে দু'আ কর।"

–মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং– ৯৭৬

يَاحَيُّ يَاقَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ *

"হে চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী! আমি তোমার দয়া প্রার্থনা করছি।" ইচ্ছানুসারে আরবী ভাষায় যে কোন দু'আ করা যাবে।

নামাযে তাক্বীরে তাহ্রীমা থেকে সালাম ফিরানোর পূর্ব পর্যন্ত দু'আর বিশেষ দুটি স্থান রয়েছে। তা হচ্ছে– সিজদারত অবস্থা ও সালাম ফিরানোর পূর্বে যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِتَحْمِيْدِ اللّٰهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ ثُمَّ لْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ لْيَدْعُ بِمَاشَاءَ *

"তোমাদের কেউ নামায আদায় করলে প্রথমে যেন আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান বর্ণনা করে। অতঃপর নাবী (ﷺ-এর) প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করবে। অতঃপর যা ইচ্ছা দু'আ করবে।" –আবূ দাউদ– ২/১৬২, হাদীস নং ১৪৮১, তিরমিযী– ৫/৪৮৩, হাদীস নং– ৩৪৭৭, নাসাঈ– ৩/৫৮

ইবনু হাজার আসকালানী (রাহঃ) বলেছেন ঃ

أُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِلدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ بِمَا اخْتَارَ الْمُصَلِّي مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَاوَالْاٰخِرَةِ *

"এই হাদীস থেকে নামাযে মুসল্লীর জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের বিষয়ে ইচ্ছা স্বাধীন দু'আ করার বৈধতার উপর দলীল গ্রহণ করা হয়েছে।"

–ফাতহুল বারী ২য় খণ্ড ৩৭৪ পৃষ্ঠা

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُوْ *

"অতঃপর ইচ্ছামত দু'আ করবে যা তার পছন্দ।"

–সহীহুল বুখারী ১ম খণ্ড, তাওহীদ প্রেস, হাদীস নং– ৮৩৫

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সালাম ফিরানোর পর ইমাম সাহেব মুক্তাদীগণের দিকে মুখ করে প্রচলিত বিশেষ দু'আ আদৌ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শের অন্তর্ভুক্ত নয়। এভাবে এবং এই সময়ে দু'আ করা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কোন সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়নি।

নামাযের পর পঠিতব্য যে সমস্ত দু'আ যিক্রসম্বলিত হাদীস পাওয়া যায় সেগুলো মুক্তাদীগণ তাঁর নামাযের স্থানে বসে বসেই পাঠ করতে থাকবে। এ ব্যাপারে সহীহ্ হাদীসে রয়েছে–

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللّٰهَ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهٗ كَاَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ *

আনাস (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের নামায পড়ে এবং সূর্য ওঠা পর্যন্ত বসে আল্লাহ্ তা'আলার যিক্রে মগ্ন থাকে অতঃপর দু'রাক'আত নামায পড়ে তার জন্য একবার হাজ্জ্ব ও উমরাকারীর পূর্ণ সাওয়াবের সমান নেকি রয়েছে।

–হাসানঃ তিরমিযী হাদীস নং– ৫৮৬, তাবারানী

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ صَلَّي الْفَجْرَ فِيْ جَمَاعَةٍ ثُمَّ جَلَسَ فِيْ مُصَلَّاهُ يَذْكُرُ اللّٰهَ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَصَلَاتُهُمْ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهٗ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ *

আলী (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি জামা'আতের সাথে ফজরের নামায পড়ল, অতঃপর তার নামাযের স্থানে বসে যিক্ররত থাকল, তার উপর ফেরেশ্তাগণ মাগফিরাতের দু'আ করতে থাকে। "হে আল্লাহ্! তার উপর রাহাম কর।" –আহমাদ, বাইহাকী, ইবনু জারীর

নির্ভরযোগ্য কয়েকটি বই থেকে সালাম ফিরানোর পর দু'আ না করার প্রমাণ

১) হাফিয ইব্‌নুল কায়্যিম-এর (নামায শিক্ষা) "আল্লাহ্‌র রাসূল কি ভাবে নামায পড়তেন।" আবদুস শহীদ নাসিম অনূদিত, বইটির ৮০ পৃষ্ঠায় সালামের পর সম্মিলিত দু'আ সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নে হুবহু তাই প্রকাশ করা হলো।

সালামের পরে মুক্‌তাদীদের নিয়ে মুনাজাত (দু'আ) করা প্রসঙ্গ

সালাম ফিরানোর পর কিবলার দিকে ফিরে, কিংবা মুক্‌তাদীদের দিকে ফিরে হাত উঠিয়ে দু'আ বা মুনাজাত করার যে প্রথা চালু হয়েছে, তার কোন প্রমাণ রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পাওয়া যায় না। সহীহ্ বা হাসান কোন সূত্রেই পাওয়া যায় না। আবার অনেকেই খাস করে ফজর এবং আসর নামাযের পর মুক্‌তাদীদের দিকে ফিরে এরূপ মুনাজাত করার রীতি চালু করেছেন। কিন্তু এটাও রাসূলুল্লাহ ﷺ কিংবা খুলাফায়ি রাশিদীনের কোন একজন থেকেও প্রমাণিত নয়। এমনটি করার কোন নির্দেশ বা ইংগিতও তিনি উম্মাতকে প্রদান করেননি।

যারা সালামের পর কিবলার দিকে ফিরে কিংবা ফজর ও আসরের পরে মুক্‌তাদীদের দিকে ফিরে মুনাজাত করার প্রথা চালু করেছেন, এটা তারা সুন্নাতের বিকল্প হিসেবে চালু করেছেন। এটাকে তারা ভালো কাজ মনে করেন। সুন্নাতের পরিবর্তে এমনটি করা ভালো কাজ কিনা তা আল্লাহ্ তা'আলাই ভালো জানেন।

হাদীসে নামায সংক্রান্ত যতো দু'আর কথা উল্লেখ হয়েছে, সবই রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের ভিতরে করেছেন এবং নামাযের ভিতরে করার জন্যেই নির্দেশ দিয়েছেন।

বান্দাহ্ যতক্ষণ নামাযে থাকে, ততক্ষণই তো প্রকৃতপক্ষে তার প্রভূর সাথে তার মুনাজাত (গোপন কথা-বার্তা) হয়। সেজন্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ

নামাযের ভিতরেই দু'আ করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন। তখনইতো বান্দাহ্ তার প্রভূর একান্ত নিকটে থাকে, সেটাই তো চাওয়ার (দু'আর) প্রকৃত সময়।

কিন্তু যখন সে নামাযের সালাম ফিরায়, তখনতো মুনাজাত (গোপন কথা-বার্তা)-এর ধারা ছিন্ন হয়ে যায়। তাই মোক্ষম সময়ই প্রভূর কাছে চাওয়া উচিত, অর্থাৎ- নামাযের ভিতর, এটাই সুন্নাত। এটাই উত্তমপন্থা। সুন্নাতের বিপরীত নিজেদের কোন রীতি বানিয়ে নেয়া উত্তম নয়।

তবে হ্যাঁ, যে কোন সময় যে কেউ আল্লাহ্ তা'আলার কাছে চাইতে পারে, দু'আ করতে পারে। এক্ষেত্রে তার উচিত, প্রথমে তাসবীহ্, তাহ্লীল, তাহ্মীদ, তাকবীর প্রভৃতি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শেখানো পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠ করা। অতঃপর যা ইচ্ছা দু'আ করা, চাওয়া।

এমনটি করা হলে এটা আলাদা একটা ইবাদাতের পরে দু'আ করা হলো। নামাযের সাথে আর এর সম্পর্ক থাকলো না। এভাবে নামাযের সাথে যুক্ত করে সালামের পরে হাত উঠিয়ে দু'আ বা মুনাজাত করার বানানো প্রথা চালু করা থেকে বাঁচা যায়।

এভাবে যেকোন সময় দু'আ করা যায়। এভাবে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি সালাত (দরূদ) পাঠের পর দু'আ করলে সে দু'আও ক্ববূল হয়। ফুযালা ইবনু উবাইদ বর্ণিত হাদীস থেকে এটা বুঝা যায়। কিন্তু নামাযের বাইরের দু'আকে নামাযের সাথে যুক্ত করা ঠিক নয়।

২) প্রসিদ্ধ লেখক হাফিয শাইখ আইনুল বারী, (অধ্যাপক কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়া) তার নামায শিক্ষা" আইনী তোহ্ফা সালাতে মোস্তফা" গ্রন্থে সালামের পর সম্মিলিত দু'আর ব্যাপারে যা বলেছেন–

আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন দু'আ খুব বেশি ক্ববূল হয়? তিনি বললেন, শেষ রাতের এবং ফরয নামাযগুলোর পরের দু'আ।

–সহীহ্ আত্-তিরমিযী হাদীস নং– ৩৪৯৯, মিশকাত– ৮৯পৃষ্ঠা

এই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ফরয নামাযের পর দু'আ খুব বেশি ক্বূল হয়। সেজন্য ফরয নামাযের পর দু'আ করা উচিত। তবে একা একা দু'আ করা উচিত, জামা'আত সহকারে নয়।

আমার কাছে উত্তম ও সুন্নাতের নিকটবর্তী পথ এই যে, ইমাম সালাম ফিরে মুক্তাদীদের দিকে ঘুরে বসবেন এবং হাত না তুলে দু'আয়ি মাসূরা বা অন্য দু'আ মনে মনে পড়বেন। তখন মুক্তাদীরা একা একা কিংবা সবাই মিলে মনে মনে দু'আয়ি মাসূরা বা অন্য দু'আ পড়তে পারে। পাঁচ ওয়াক্তের নামাযে এক সাথে জামা'আত করে দু'আ ফরয নয়। সালাম ফিরার পর ইমাম সাহেবের উচ্চঃস্বরে দু'আ পড়া এবং মুক্তাদীদের চেঁচিয়ে আমীন বলা এবং এইভাবে দু'আ করাকে অবশ্য করণীয় কাজ মনে করা সুন্নাত হতে বহু দূরবর্তী পথ। যে সব উলামা ইমামের দু'আর সাথে মুকতাদীদের চেঁচিয়ে আমীন বলার পক্ষপাতী তাদের প্রমাণের ভিত্তি নিছক বিবেক ও কিয়াস। **–বেনারস থেকে প্রকাশিত মাসিক মোহাদ্দিস, জুন, ১৯৮২ সংখ্যা**

ঋতুবতী মহিলাদের ঈদের ময়দানে কেন দু'আয় শারীক হতে হবে?

ঈদের নামাযের পর ইমাম সাহেব যখন সালাম ফিরান তখনই দু'আ করেন না বরং খুতবার জন্য দাড়িয়ে যান। যদি সালাম ফিরানোর পরই দু'আ বৈধ হতো তাহলে খুতবাহ্র আগেই সম্মিলিত দু'আ করা উচিত ছিল। মোটকথা প্রচলিত নিয়মে ঈদের নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ করা হয়না বরং খুতবাহ্র পর করা হয়।' অতএব, জানাগেল রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের নামাযের খুতবাহ্র পর সম্মিলিতভাবে সাহাবাদের নিয়ে দু'আ করেছেন। কতিপয় আলিম তাই দলীল পেশ করতে চেষ্টা করেন যে, নামাযের খুতবার পর সম্মিলিত দু'আর সমর্থনে ঈদের দিনে ঋতুবতী মহিলাদের দু'আয় শারীক হওয়ার প্রমাণ রয়েছে। হাদীসটি হচ্ছে–

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى الْعَوَاتِقَ وَالْحُيَّضَ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَاَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِيْنَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ إِحْدَانَا لَايَكُوْنُ لَهَا جِالْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا *

উম্মু আত্বিয়াহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ আদেশ করেছেন। আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে বের করে নিয়ে যাই– পরিণত বয়স্কা, ঋতুবতী ও গৃহবাসিনী সবাইকে। তবে ঋতুবতী মহিলারা নামায থেকে বিরত থাকবে। বাকী পুণ্যের কাজে ও মুসলমানদের দু'আয় শরীক হবে। আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ্! আমাদের কারো কারো চাদর বা অবগুণ্ঠন নেই। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তার অন্য বোন তাকে নিজ অবগুণ্ঠন পরিয়ে দিবে।

–মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং– ১৯৩৩

প্রচলিত সমাজে ঈদের সালাতের পর সম্মিলিত দু'আ করা হয় না বরং খুতবাহ্র পর করা হয়। অতএব, হাদীস দ্বারা ফরয সালাতের পর সম্মিলিত দু'আ প্রমাণিত হয় না। এমনকি ঈদের সালাতের পর কিংবা খুতবাহ্র পর প্রচলিত নিয়মে সম্মিলিত দু'আরও বিন্দু মাত্র প্রমাণ উক্তি হাদীসে নেই।

এই হাদীস থেকে এটা প্রমাণিত হয় না যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবীদের নিয়ে নামায কিংবা খুতবাহ্র পর সম্মিলিত দু'আ করলেন। অতএব, এই হাদীস থেকে যারা সম্মিলিত দু'আর সমর্থনে দলীল পেশ করতে চান তাদের এই দলীল গ্রহণ করা যায় না। কারণ অন্যত্র একটি হাদীস থেকে জানা যায়–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَامَ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلّٰى فَبَدَأَ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَزَلَ وَاَتَى النِّسَاءَ فَذَكَّرَهُنَّ *

জাবির (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন দাঁড়ালেন এবং সালাত আদায় করলেন। প্রথমে সালাত আদায় করলেন অতঃপর খুতবাহ্ দিলেন। যখনই খুতবাহ্ সমাপ্ত করলেন তখনই মহিলাদের নিকট এসে তাদেরকে উপদেশ দিতে লাগলেন।"

–বুখারী, মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং– ১৯২৪

সম্মানিত পাঠক লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথম কাজ যা করলেন তা হলো সালাত। আর সালাত শেষ করেই খুতবাহ্র জন্য দাঁড়ালেন। আর খুতবাহ্ শেষ করেই মহিলাদের নিকট চলে গেলেন। তাহলে মহিলা–পুরুষ এমনকি ঋতুবতী মহিলাদেরকে শারীক করে কখন সম্মিলিতভাবে দু'আ করলেন?

উক্ত হাদীস থেকে জানা গেল, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের সালাম ফিরানোর পরই খুতবাহ্ শেষ করেই মহিলাদের দিকে চলে গেলেন। অর্থাৎ– সম্মিলিত দু'আ করলেন না, তাহলে ঋতুবতী মহিলাদের শারীক করে কখন সম্মিলিত দু'আ করলেন?

যে খুতবাহ্র পর আমাদের নতুন এক পদ্ধতিতে দু'আ চালু করা হয়েছে সেই খুতবাহ্তে রাসূলুল্লাহ ﷺ কত ভাবেই দু'আ করেছেন। যেমন আমরা খুতবাহ্য় দু'আ করে থাকি اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ الْاِسْلاَمَ وَالْمُسْلِمِيْنَ আল্লাহুম্মা

আয়িয্যিল ইসলামা ওয়াল মুসলিমীন ইত্যাদি এবং এই দু'আয় যদি ঋতুবতী মহিলারা আমীন বলে তবেই তারা দু'আয় শারীক হয়ে গেল।

আমীন-আমীন বলার মাধ্যমে দু'আয় শারীক হওয়ার প্রমাণ সহীহ্ হাদীসে রয়েছে। কাজেই যেহেতু শুধু আমীন-আমীন বলার মাধ্যমে দু'আয় শারীক হওয়া যায় সুতরাং মহিলারা আমীন আমীন বলার মাধ্যমেই দু'আয় শারীক হবে।

এ বিষয়ে অপর এক হাদীস থেকে আরও প্রমাণিত হয় ঃ

খুতবাহ্তে উপস্থিত থাকাই তো ঐচ্ছিক ব্যাপার তাহলে তারপরে দু'আয় শারীক হওয়া এত তাকিদপূর্ণ হলো কি করে?

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِنَا الْعِيْدَ ثُمَّ قَالَ : قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ *

আব্দুল্লাহ্ ইবনু সায়িব (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাথে ঈদের নামাযের জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম। আমাদেরকে নিয়ে নামায আদায়ের পর বললেন ঃ আমরা ঈদের নামায পূর্ণ করে ফেলেছি, যে খুতবাহ্র জন্য বসতে পছন্দ কর সে যেন বসে। আর যে চলে যাওয়া পছন্দ কর সে যেন চলে যায়। **-ইবনু মাজাহ হাদীস নং- ১২৯০, নাসাঈ**

নামায শেষ করেই তিনি বললেন ঃ আমরা নামায সম্পন্ন করেছি এবার যার পছন্দ খুতবাহ্র জন্য বসবে আর যার পছন্দ চলে যাবে। এই হাদীস থেকে বুঝা যায় ঈদগাহের বিশেষ দু'আ নামাযের পর নেই।

উক্ত হাদীস থেকে জানা গেল রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষ করেই বলেছিলেন, যে ইচ্ছা করবে খুতবাহ্ শুনবে আর যে ইচ্ছা করবে চলে যেতে পারবে। অতঃপর তিনি খুতবাহ্ শুরু করলেন। যদি সম্মিলিতভাবে দু'আ করার ইচ্ছা তিনি করতেন তাহলে বছরের গুরুত্বপূর্ণ মাত্র একটি দিনে এই

ফাযীলাতের সম্মিলিত দু'আ থেকে তিনি সাহাবীদের কেন বঞ্চিত করলেন? এখন প্রশ্ন থেকে যায় আমাদের দেশের এ সম্মিলিত দু'আর পদ্ধতিতে দু'আ তিনি ঈদের ময়দানে কখন করলেন?

ঋতুবতী মহিলারা কিভাবে দু'আয় শারীক হবে বলে যারা এই হাদীসকে সম্মিলিত দু'আর দলীল পেশ করতে চান তারা নিশ্চয়ই জানেন ঈদগাহে বিশেষ দু'আ রয়েছে, আর মহিলারা এই দু'আ পাঠ করলেই দু'আয় শারীক হয়ে গেল। তা হচ্ছে–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ *

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়ালিল্লাহিল্ হাম্‌দ"।

ইমাম নাববী বলেন ঃ ঈদের শারীয়াত সম্মত তাকবীর, চারটি স্থলে পাঠ করা যাবে। (১) বাড়ী থেকে বের হয়ে নামায আরম্ভ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে পর্যন্ত। (২) নামাযের ভিতর (৩) খুতবাহ্ চলাকালিন। (৪) নামাযের পর ঈদুল ফিতরের ক্ষেত্রে খুতবাহ্ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং ঈদুল আযহার ক্ষেত্রে ১৩ই যুলহিজ্জার সন্ধ্যা পর্যন্ত। –মুসলিম

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِالْخُرُوْجِ فِى الْعِيْدَيْنِ وَالْخَبْأَةُ وَالْبِكْرُ قَالَتْ : اَلْحُيَّضُ يَخْرُجْنَ فَيَكُنَّ خَلْفَ الصَّفِّ يُكَبِّرْنَ مَعَ النَّاسِ *

উম্মু আত্বিয়াহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ আমাদেরকে দুই ঈদে বের হওয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হতো; পর্দাশীলা ও কুমারীদেরকেও। উম্মু আত্বিয়াহ্ (রাযিঃ) বলেন ঃ ঋতুবতীরাও বের হতো, তারা কাতারের পিছনে অবস্থান করতো এবং মানুষের সাথে সাথে তাকবীর পাঠ করতো।

–মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং– ১৯৩২

বিভিন্ন অবস্থার দু'আ সংযোগ দিয়ে যারা সম্মিলিত দু'আ বৈধ করতে চান

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحِيْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَيْهِ يَدَيْهِ اَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَيْنِ *

সালমান ফারসী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : আল্লাহ্ তা'আলা লজ্জাশীল ও দানশীল, যখন কোন বান্দা তাঁর সামনে দু'হাত লম্বা করে তখন তাকে ব্যর্থ করে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা অনুভব করেন। –আবূ দাউদ, সহীহ্ আত্-তিরমিযী হাদীস নং- ৩৫৫৬, ইবনু মাজাহ্ হাদীস নং- ৩৮৬৫

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَيُّ الدُّعَاءِ اَسْمَعُ قَالَ جَوْفَ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ وَدُبُرَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوْبَاتِ *

"আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত; আরোজ করা হলো ইয়া রাসূলাল্লাহ ﷺ! কোন দু'আ অধিক গ্রহণ যোগ্য (মাকবুল)? রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : শেষ রাতের মধ্যবর্তী সময়ের এবং সকল ফরয নামাযের পরের।" –নাসাঈ, সহীহ্ আত্-তিরমিযী হাদীস নং- ৩৪৯৯

এছাড়াও তাবারানী থেকে মাজমাউয যাওয়ায়িদে একটি হাদীস পাওয়া যায়।

হাবীব ইবনু মাসলামাহ বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, কয়েকজন লোক একত্রিত হয়ে তাদের একজন দু'আ করলে ও অন্যান্যরা যদি আমীন-আমীন বলে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দু'আ ক্ববূল করেন। –তাবারানী, ফাতহুল বারী ১১/২০৪ পৃষ্ঠা

উল্লেখিত তিনটি হাদীসের ১ম হাদীসে বলা হয়েছে দু'হাত উত্তোলন করে দু'আর কথা। কাজেই দু'হাত উঠিয়ে দু'আ করার হাদীস পাওয়া গেল। এবারে ২য় হাদীসটিতে বলা হয়েছে ফরয নামাযের পর দু'আ ক্ববূল হয়ে থাকে, অতএব, ফরয নামাযের পর দু'আ করার প্রমাণও পাওয়া

গেল। এরপর তৃতীয় হাদীসে উচ্চস্বরে সম্মিলিত দু'আ ও আমীন বলার হাদীসও পাওয়া গেল। এবারে তিনটি হাদীস মিলিয়ে নামাযের পর দু'হাত তুলে সম্মিলিতভাবে দু'আ করার দলীল স্পষ্ট ভাবে প্রমাণ হয়ে গেল -নাউযুবিল্লাহ্। একজন সাধারণ লোককে বুঝ দেয়ার জন্য সম্মিলিত দু'আ ওয়ালাদের দলীল সত্যি যথেষ্ট যুক্তিসংগত ও গ্রহণীয়। কিন্তু একজন ঈমানদার আলিম কিংবা সচেতন ব্যক্তিকে এই জয়েন্ট দিয়ে, জোরা-তালির দ্বারা প্রমাণ করা অত সহজ হবে না যতটা সহজ ভেবে এই সমস্ত দলীল একত্রিত করে সাধারণ লোককে বুঝ দেয়া হয়।

একজন সচেতন ব্যক্তির কথা একটাই। তা হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ ﷺ ফরয নামাযের পর তার জীবনে কোন এক ওয়াক্তেও সাহাবীদের নিয়ে সম্মিলিতভাবে দু'আ করেছেন কি-না? আপনাদের জোরা-তালি দেয়া হাদীসের মধ্যে সরাসরি এমন একটি হাদীস উল্লেখ করেননা কেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবনে মাত্র একবার হলেও এ আমালটি করেছেন। এভাবে জয়েন্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, কিয়াস করে সালামের পর সম্মিলিত দু'আর ক্ষেত্রে একটি নতুন নিয়ম চালু করা হয়েছে যার অস্তিত্ব রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে পাওয়া যায় না। তাই বলব এই নতুন নিয়ম চালু করার অধিকার আপনাদের কে দিয়েছে? আল্লাহ্ তা'আলা-না আল্লাহ্র রাসূল ﷺ। এই নতুন পদ্ধতি আবিষ্কারের সুযোগ ইসলামে নেই। ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পর আমাদের কোন দু'আ কিভাবে পড়তে হবে যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ বিস্তারিত না বলে যেতেন তবে সম্মিলিত দু'আর পদ্ধতি কিছুটা যুক্তিসংগত ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাম নামাযান্তে সালাম ফিরানোর পর বিভিন্ন দু'আ পাঠ করার জন্য নির্দিষ্ট করে গেছেন।

নামাযের সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত দু'আর ক্ষেত্রে যখন হাদীস থেকে কোন দলীল পেশ করতে না পারেন তখন বলেন, যদি সম্মিলিত দু'আ কোন ওয়াক্তে করা হয় আর কোন ওয়াক্তে ছাড়া হয় তাহলে কোন অসুবিধা নেই। এই যুক্তি সম্পূর্ণ মনগড়া। কারণ তাদের কথার সাথে সাথে

এটাও প্রমাণ করতে হবে যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাহাবীদের নিয়ে মাঝে মাঝে দু'আ করতেন আর মাঝে মাঝে ছাড়তেন। তাদের কথায় এটাই বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনও কখনও সম্মিলিত দু'আ করেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জীবনে মাত্র এক ওয়াক্ত নামাযেও সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিতভাবে দু'আ করার না কোন সহীহ হাদীস আছে, না কোন যঈফ, না কোন ভুয়া হাদীস।

অনেকেই আবার কারও দু'আ করার আবেদন আসলে সম্মিলিত দু'আ করা বৈধ হবে বলে উল্লেখ করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগ বড়ই অভাব-অনটনের যুগ ছিল। অনেকের ঘরেই রাতের খাবার মোটেই জুটতোনা। কেউবা একটি মাত্র খেজুর খেতে ভয় পেতেন যে, আজকে খেজুরটি খেয়ে ফেললে আগামী কালকে আবার কি খাব। তাই খেজুরটি কিছুক্ষণ চুসে রেখে দিতেন। আপদ-বিপদ, যুদ্ধে-আহত-নিহত ও শাহীদ কতই হতেন। কিন্তু সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত দু'আর জন্য কোন সাহাবী দাঁড়িয়ে এমন আবেদন জানাননি যে, আমার ভাই যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হয়েছেন আপনারা তার জন্য দু'আ করুন। অথবা আমার মা কঠিন অসুখে মরণ লড়াই করছেন তার জন্য দু'আ করুন। এমনকি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত তখনও সাহাবী (রাযিঃ)-গণ নামাযের সালামের পর সম্মিলিত দু'আ করেছেন বলে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

দু'আর ফাযীলাতের হাদীস দ্বারা সালাম ফিরানোর পর সম্মিলিত দু'আ বৈধ হতে পারে না

কোন কোন 'আলিম জামা'আতে নামাযের সম্মিলিত দু'আর ক্ষেত্রে বহু হাদীস উল্লেখ করে বই প্রকাশ করেছেন। কিন্তু একজন সচেতন ব্যক্তি যদি একটু লক্ষ্য করেন তাহলেই দেখতে পাবেন এসব হাদীস দ্বারা হাত তুলে দু'আ করার ফাযীলাত ও গুরুত্ব প্রমাণিত হয় মাত্র। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ জামা'আতের সালাম ফিরানোর পর সাহাবীদের নিয়ে সম্মিলিত দু'আ করেছেন এই রকম একটি হাদীসও তারা উল্লেখ করতে পারেননি। এখন যদি কেউ বলেন এসব গুরুত্বপূর্ণ ও ফাযীলাতের হাদীস অনুযায়ী নামাযের পর সম্মিলিতভাবে হাত উঠিয়ে দু'আ করলে অসুবিধাই বা কি? হ্যাঁ, যুক্তি সত্য বটে। যদিও রাসূলুল্লাহ ﷺ করেন নাই সত্য, অন্তত সাহাবী (রাযিঃ)-গণ এরূপ 'আমাল করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিষেধ করেন নাই এমন একটি বর্ণনাও যদি পাওয়া যেতো, তাহলে কোন অসুবিধা ছিল না। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাযের পর কি করতে ও কোন দু'আ পাঠ করতে হবে ইত্যাদি বিস্তারিত বলে গেছেন তাই ঐ সমস্ত হাদীসের 'আমাল না করে মনগড়া পদ্ধতিতে সম্মিলিত দু'আ করলে অসুবিধা থাকার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মুসল্লীদের দেখা যায় সম্মিলিত দু'আর পরই প্রায় সবাই যার যার কাজ-কামে চলে যান। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিখানো সালামের পর বিশেষ তাসবীহ্‌গুলো পড়ার সুযোগই পান না। যার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিরোধিতা করার পরিণাম কি হতে পারে তা বলার অপেক্ষা থাকে না।

সম্মিলিত দু'আ অমুক অমুক বড় বড় 'আলিমগণ কেন করেন?

অনেকেই বলে থাকেন অমুক এত বড় 'আলিম ছিলেন। তিনি ও সর্বদা নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ করেছেন। তিনি কি কুরআন-হাদীস কম বুঝতেন? তাছাড়া বর্তমানেও যারা বড় বড় 'আলিম আছেন তাদের অনেককে দেখা যায় এখনও সম্মিলিত দু'আ করছেন। যারা বড় বড় 'আলিম বলে যুক্তি দেখান তাদের বলব– ইমাম ইব্‌নু তাইমিয়্যাহ, ইব্‌নু কাইয়ূম, আব্দুল্লাহ্ বিন্ বায, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস নাসিরউদ্দীন আলবানী, মক্কা ও মাদীনা মাসজিদের খাতীবগণ এমন কি আরবদেশগুলোর সকল 'আলিম নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ করেন না। ইনারা কি বড় বড় 'আলিম নন? তারা কি এই বিরাট সাওয়াবের কাজটির বিপক্ষে বিদ'আত বলে ভুল করছেন? কারা ভুল করছেন তা এই বইয়ের বিভিন্ন প্রমাণগুলি একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করে পাঠ করলেই বুঝা যাবে। বাংলাদেশ-ভারত ও পাকিস্তানের বড় বড় আলিমগণ সম্মিলিত দু'আর ক্ষেত্রে সব হাদীস জেনে গেলেন আর বিশ্ববিখ্যাত ইমাম পর্যায়ের 'আলিমগণ এই সম্পর্কে ভুল করে এই সুন্দর 'আমালটিকে বিদ'আত বলা শুরু করে দিলেন। সাথে সাথে রাব্বুল 'আলামীনের কাছে এই দু'আ করার আবেদন জানাচ্ছি যে, সম্মিলিত দু'আর পক্ষের লোকেরা যেন বলেন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন, সম্মিলিত দু'আ যদি সত্যি বিদ'আত হয় তাহলে তুমি আমাকে এবং আমার মনকে পরিবর্তন করে দাও।

সালামের পর সহীহ্ হাদীসের আলোকে পঠিতব্য দু'আসমূহ

✸ সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রত্যেক ফরজ নামাযের সালাম ফেরানোর পর একবার– اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার/আল্লাহ্ সবচেয়ে বড়) তিনবার– أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ (আস্তাগফিরুল্লাহ্/আল্লাহ্'র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।) ও একবার– اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (আল্লা-হুম্মা আনতাস্ সালা-মু, ওয়ামিনকাস সালা-মু, তাবা-রাকতা ইয়া- যাল জালা-লি ওয়াল ইকরা-ম।) পড়তেন। অতঃপর মুসল্লিগণের দিকে ফিরে বসতেন এবং অন্যান্য দু'আ পাঠ করতেন। –মুসলিম, ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং– ১২২২

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ. اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ *

✸ ***বাংলা উচ্চারণ ঃ*** লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা-শারীকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়াহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা-মানিয়া লিমা আ'ত্বাইতা ওয়ালা মু'তিয়া লিমা মানা'তা ওয়ালা ইয়ানফাউ যাল জাদ্দি মিনকাল জাদ্দু। –বুখারী, মুসলিম ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং– ১২২৬

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلٰى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ *

✸ ***বাংলা উচ্চারণ ঃ*** আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আউযুবিকা মিন আন উরাদ্দা ইলা আরযালিল 'উমুরি ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ্দুনইয়া ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিল ক্বাবরি।

–সহীহ্ আল বুখারী, আধুনিক প্রকাশনী, হাদীস নং– ৫৯২৪

✸ আবূ উমামাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ

مَنْ قَرَأَ أٰيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُوْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَنْ يَّمُوْتَ *

অর্থাৎ– যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরজ নামাযের পর "আয়াতুল কুরসী" পাঠ করবে তাকে মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই জান্নাতের প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। **–নাসাঈ, ইবনু হিব্বান**

اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ *

✵ ***বাংলা উচ্চারণ ঃ*** আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা। **–সহীহ আবূ দাউদ হাদীস নং– ১৫২২, নাসাঈ, ইবনু হিব্বান, ইবনু খুযাইমা**

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ *

✵ ***বাংলা উচ্চারণ ঃ*** আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল কুফ্‌রী ওয়াল ফাক্বরী ওয়া 'আযাবিল ক্বাবরি। **–নাসাঈ, মুসতাদরাক হাকিম, ইবনু খুযাইমা**

✵ سُبْحَانَ اللّٰهِ (সুবহানাল্লা-হ) ৩৩ বার

✵ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদু লিল্লা-হ) ৩৩ বার

✵ اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার) ৩৩ বার

অর্থাৎ– আল্লাহ্'র পবিত্রতা ঘোষণা করছি, সকল প্রশংসা আল্লাহ্'র, আল্লাহ্ মহান। অতঃপর নিম্নের দু'আটি একবার বলবে–

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ *

✵ ***বাংলা উচ্চারণ ঃ*** লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকালাহূ লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ওয়াহুয়া 'আলা- কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থাৎ– আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া প্রকৃতপক্ষে কোন উপাস্য নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁর, সকল প্রশংসা তাঁর, তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। **–বুখারী, মুসলিম ,ইসলামিক সেন্টার, হাদীস নং– ১২৪০**

✵ উকবাহ্ ইবনু 'আমির (রাযিঃ) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ নির্দেশ দিলেন, প্রত্যেক নামাযের পরে "সূরা ফালাক্ব" ও "সূরা নাস" পড়তে। **–সহীহ আত-তিরমিযী হাদীস নং– ২৯০৩**

তবে আহমাদ ও আবূ দাউদের বর্ণনায় "সূরা ফালাক্ব", "সূরা নাস" এবং "সূরা ইখলাস" (কুলহু ওয়াল্লাহু আহাদ) পড়তে হবে।

প্রশ্ন ঃ ফরয নামাযের পর দু'হাত তুলে সম্মিলিতভাবে ইমাম ও মুক্তাদীগণের দু'আ করা জায়িয কী?

উত্তর ঃ এ বিষয়ে বিশিষ্ট ওলামাই কিরামের সর্ব সম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, এটা শারীয়াত সম্মত নয়। কারণ এ বিষয়ে নাবী ﷺ-এর কোন নির্দেশ ও 'আমল পাওয়া যায়নি।

এই উত্তরের সাথে যারা একমত পোষন করেন তাদের কতিপয় 'আলিমের পদবীসহ নাম ও ঠিকানা ঃ-

নং	নাম-পদবিসহ	ঠিকানা
১	**আব্দুল খালিক সালাফী** ফারিগ জামিয়া সালাফীয়া পাঞ্জা রাইনপুর, পাকিস্তান	**অধ্যক্ষ** মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা– ১২০৪
২	**মুহাম্মাদ আবদুল ওয়ারিস নাঈমউদ্দিন** লিসান্স মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় মোবাল্লিগ রাবিতা আলমে ইসলামী, সৌদি আরব	**শিক্ষক** মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
৩	**মোস্তাফা বিন বাহরুদ্দীন** ক) ফাযীলাত, জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলূম দেওবান্দ খ) ফাযীলাত, মাযাহিরুল উলূম সাহারানপূর ইউ পিঃ ইনডিয়া	**মুহাদ্দিস** মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা– ১২০৪
৪	**এ.কিউ.এম. বিলাল হুসাইন রাহমানী** ফাযিলাত, মাদরাসা দারুল হাদীস রাহমানিয়া করাচি, পাকিস্তান লিসান্স মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব এম. এ. ঢাকা ইউনির্ভারসিটি, বাংলাদেশ	**শিক্ষক** মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবিয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা– ১২০৪
৫	**হাফিয মুহাম্মাদ আবূ হানিফ** দাওরা হাদীস, মাদ্রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব	**শিক্ষক** মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা– ১২০৪

৬	**মুহাম্মাদ নু'মান** দাওরায়ে হাদীস, ভারত কামিল, মাদ্‌রাসা শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা	**সহকারী শিক্ষক** মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ইমাম বংশাল বড় জামি মাসজিদ
৭	**মুহাম্মাদ রাফিকুল ইসলাম** দাওরায়ে হাদীস, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ. ও এমফিল, আরবী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	**সহকারী শিক্ষক** মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদিয়া আরাবীয়া উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা
৮	**মুকাব্বাল হুসাইন** ফারিগ,এম. এম. আরাবীয়া, ঢাকা লিসান্স, মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এম. এ. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	**সহকারী শিক্ষক** মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী ঢাকা– ১২০৪
৯	**মুহাম্মাদ মূসা** ফারিগ দাওরা হাদীস মাদরাসা মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর, ভারত	**সহকারী শিক্ষক** মাদরাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা– ১২০৪
১০	**মুহাম্মাদ নূরুল হক** দাওরায়ে হাদীস মাদরাসা দারুল হাদীস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ কামীল, মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা	**সহকারী শিক্ষক** মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা– ১২০৪
১১	**মুহাম্মাদ হাফিজুল ইস্‌লাম** দাওরায়ে হাদীস দারুল উলুম মাদানীয়া মাদ্‌রাসা দক্ষিণ যাত্রাবাড়ী, ঢাকা	**সহকারী শিক্ষক** মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা– ১২০৪
১২	**মুহাম্মাদ হুসাইন** দাওরায়ে হাদীস মাজাহিরুল উলুম সাহারানপুর, ইউ. পি.	**সহকারী শিক্ষক** মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া ৭৯/ক, উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা– ১২০৪

১৩	**নূরুল হুদা রাহমানী** অফীস আল-মুলহাক্ব-আদ্বীনী সৌদী দূতাবাস, এক্সিকিউটিভ আদীসাব মাদ্‌রাসা ও মাসজিদ বিভাগ, নাইরোবী, কেনিয়া	সৌদী আরাবিয়া দূতাবাস অফীস আলমুলহাক আদ্বীনী পোঃ বক্স নং ৬৭৯৭১ নাইরোবী
১৪	**আব্দুল ওয়াদুদ মুঃ হাফিজুদ্দিন** দায়ী, আল-মুলহাক্ব-আদ্বীনী অফিস সৌদী দূতাবাস, ঢাকা, বাংলাদেশ	চকপাড়া, মাওনা শ্রীপুর, গাজীপুর
১৫	**আব্দুর রশীদ আঃ কুদ্দুস** সৌদী মুবাল্লিগ ও মুফাস্‌সির মহিমাগঞ্জ কামিল মাদরাসা গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা	তুবা মানজিল, মহিমাগঞ্জ রোড গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা
১৬	**আবুল বারাকাত মুহাম্মাদ ইউসুফ** সৌদি মুবাল্লিগ, মুহাদ্দিস যাত্রাবাড়ী মাদানিয়া মাদ্‌রাসা	১২৩/এ রসুলপুর, দনিয়া কবরস্থান রোড, ডেমরা, ঢাকা– ১২৩৬
১৭	**আবদুল মাতীন ছালাফী** সৌদী মুবাল্লিগ সিনিয়ার আরবী শিক্ষক কোরপাই ফাযিল মাদরাসা, কুমিল্লা	কোরপাই ছালাফী ভবন পোঃ কোরপাই বাজার থানাঃ বুড়িচং, কুমিল্লা
১৮	**মুহাম্মাদ সাদিক আলী** সৌদী মুবাল্লিগ বাজিতখিলা সিনিয়র মাদ্‌রাসা	অজবর খিলা শেরপুর টাউন, শেরপুর
১৯	**মাহমূদুল হাসান** উপাধ্যক্ষ	জামিয়া কাসিমিয়া, নরসিংদী
২০	**আ. ন. ম. রাফীকুর রাহমান** মুহাদ্দিস	তামিরুল মিল্লাত, কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা

২১	**মুহাম্মাদ শাফীকুর রাহমান** সৌদি মুবাল্লিগ ও মুহাদ্দিস মুণ্ডুমালা কামিল মাদ্‌রাসা তানোর, রাজশাহী	গ্রামঃ জাহানাবাদ পোঃ গোদাগাড়ী, রাজশাহী
২২	**মুহাম্মাদ রুহুল আমীন মাদানী** সৌদী মুবাল্লিগ, প্রধান মুহাদ্দিস মিছবাহুল উলুম কামিল মাদ্‌রাসা মতিঝিল, ঢাকা	গ্রামঃ হাজীনগর, পোঃ সারুলিয়া বাজার থানাঃ ডেমরা, ঢাকা মহানগর
২৩	**আ. ন. ম. নুরুর রাহমান** সৌদী মুবাল্লিগ, মুহাদ্দিস হাজীগঞ্জ দারুল উলুম আহমদিয়া কামিল মাদ্রাসা	গ্রামঃ দক্ষিণ গুনরাজদী পোঃ চাঁদপুর পূতন বাজার, থানাঃ চাঁদপুর
২৪	**মুহাম্মাদ রুকুন উদ্দিন** সৌদি মুবাল্লিগ, মুহাদ্দিস খুলনা নেসারিয়া আলিয়া মাদ্‌রাসা	বাড়ী- ১৬, রোড- ১৫৮ খুলনা
২৫	**এ. কিউ. এম. আব্দুল হাকীম** শাইখুল হাদীস, আলিয়া মাদ্‌রাসা, বরিশাল	কিশারী রোড, বরিশাল
২৬	**আবূ সালিহ মুঃ আতিক উল্লাহ** সৌদি মুবাল্লিগ ও মুহাদ্দিস আল্ জামিয়া আল্ ফালাহীয়া, ফেনী	দারুস সালাম ৮/১ পাঠান বাড়ী রোড, ফেনী
২৭	**মুহাম্মাদ আমানউল্লাহ্ খান** ইসলাম প্রচারক, ধর্ম মন্ত্রনালয় সৌদী আরব	দেলদুয়ার টাংগাইল
২৮	**মুজিবুর রাহমান** সৌদী মুবাল্লিগ, আল্‌বাতুল মাদ্‌রাসা	পাওয়ার হাউস রোড, বি. বাড়ীয়া
২৯	**মুহাম্মাদ শাহীদুল্লাহ খান** সৌদী মুবাল্লিগ মাদরাসা দারুস্ সুন্নাহ, মীরপুর, ঢাকা	গ্রাম ও পোঃ রহিমানপুর থানা ও জেলা- ঠাকুরগাঁও

৩০	**মুহাম্মদ মুনাওয়ার হুসাইন** মুহাদ্দিস, খুলনা আলীয়া মাদ্রাসা মুবাল্লিগ, সৌদী আরব	গ্রাম ও পোঃ ওলামাগঞ্জ থানাঃ মোরেলগঞ্জ, জেলাঃ বাগেরহাট
৩১	**মুঃ বাদিউজ্জামান বিন শাইখ আব্দুল গাফ্ফার** দাওরাহ্ হাদীস মাদ্রাসা মুহাম্মাদীয় আরাবীয়া, ঢাকা লিসান্স, মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব	পাহাড়গাঁও পোঃ চৌরঙ্গী বাজার হরিপুর, ঠাকুরগাঁও
৩২	**মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ বিন শাহিদ** লিসান্স, মাদীনা বিশ্ববিদ্যালয় দাওরা হাদীস এম. এম. আরাবীয়া কামিল, তাফসীর ও হাদীস বি. এ. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	গ্রামঃ আন্ধারিয়া পাড়া পোঃ ফুরকানা বাদ থানাঃ ফুল বাড়ীয়া জেলাঃ ময়মনসিংহ
৩৩	**মাওঃ আব্দুস সাত্তার ত্রিশালী** খাতীব, আল-আমিন জামি মাসজিদ মুহাম্মাদপুর, ঢাকা	চক পাঁচপাড়া ত্রিশাল, ময়মনসিংহ
৩৪	**মুহাম্মাদ ঈসা মিয়া** লিসান্স মাদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সৌদী আরব	**শিক্ষক** উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা ইনিস্টিটিউট জামৃঈয়াতু ইহ্ইয়া উত্তুরাস আল-ইসলামী, কুয়েত

উপরে উল্লেখিত উলামায়িকিরামের স্বাক্ষর আমাদের নিকট সংগৃহীত রয়েছে। পৃষ্ঠা সংকুলানের অভাবে আমরা শুধুমাত্র তাঁদের নাম ও পদবী উল্লেখ করলাম।

বিস্‌মিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহী-ম

কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো সংগ্রহ করুন।

সংকলন ও রচনায় ঃ হুসাইনবিন সোহ্‌রাব
(হাদীস বিভাগ– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাদীনাহ্, সৌদী আরব)
৩৮ নং নর্থ-সাউথরোড, বংশাল ঢাকা– ১১০০।
ফোন ঃ ৭১১৪২৩৮ মোবাইল ঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩।

ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (বড় ও সংক্ষিপ্ত)
মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফাযীলাত (অনুবাদ)
আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি
স্বামী-স্ত্রী প্রসঙ্গ (১ম-২য় খণ্ড ও ৩য়-৪র্থ খণ্ড)
পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি (অনুবাদ)
আল-মাদানী সহীহ্ নামায, দু'আ ও হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা
বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল-কুরআনে বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী
মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি (ﷺ)
হাদীসের আলোকে আল-কুরআনে বর্ণিত কাহিনী সিরিজ (১-৮ খণ্ড)
রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর নামাযের নিয়মাবলী [মূলঃ আলবানী]
আক্বীক্বাহ্ ও শিশুদের ইসলামী আনকমন নাম
ফেরেশ্‌তা, জ্বিন ও শয়তানের বিস্ময়কর ঘটনা
সাহাবীদের ঈমানী চেতনা ও মুনাফিক্বের পরিচয়
আহ্‌কামুল জানায়িয বা জানাযার নিয়ম কানুন (অনুবাদ)
আল-মাদানী সহীহ্ খুৎবা ও জুমু'আর দিনের 'আমল
রিয়াদুস সালেহীন [১ম-৪র্থ খণ্ড, তাহ্‌ঃ আলবানী]
রিয়াদুস সালেহীন (বাংলা) [১ম-৪র্থ খণ্ড একত্রে, তাহ্‌ক্বীক্ব ঃ আলবানী]
তাফসীর আল-মাদানী [১ম-১১তম খণ্ডে পূর্ণ ৩০ পারা]
সহীহ্ আত্-তিরমিযী [১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, তাহ্‌ক্বীক্ব ঃ আলবানী]
যঈফ আত্-তিরমিযী [১ম-২য় খণ্ড, তাহ্‌ক্বীক্বঃ আলবানী]
সহীহ্ হাদীসের আলোকে আল-কুরআন নাযিল হওয়ার কারণসমূহ
কাসাসুল আম্বিয়া (আঃ) [নাবীদের জীবনী]
পরকালে শাফা'আত ও মুক্তি পাবে যারা
তাকভিয়াতুল ঈমান (অনুবাদ)
নির্বাচিত ৮ (আট)টি সূরার তাফসীর
সুন্নাত ও বিদ'আত প্রসঙ্গ
সহীহ্ হাদীসের সন্ধ্যানে

কিতাবুত তাওহীদ (অনুবাদ)
ইসলামী আক্বীদাহ্ (অনুবাদ)
আরকানুল ইসলাম ওয়াল ঈমান (অনুবাদ)
সূরাঃ ইয়াসীন ও সূরাঃ আর-রাহ্‌মান [তাফসীর]
তাওবাহ্ ও ক্ষমা
কাজের মেয়ে
পরকালের ভয়ংকর অবস্থা
সত্যের সন্ধ্যানে
রামাযানের সাধনা
ভিক্ষুক ও ভিক্ষা
পর্দা ও ব্যভিচার
ঘটে গেল বিস্ময়কর মিরাজ
মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ
প্রিয় নাবীর কন্যাগণ (রাযিঃ)
প্রিয় নাবীর বিবিগণ (রাযিঃ)
ক্বিয়ামাতের পূর্বে যা ঘটবে
মরণ যখন আসবে
আল-মাদানী সহীহ্ আল-বুখারী (অনুবাদ)
আক্বীদাহ্ ওয়াসিত্বিয়া (অনুবাদ)
সহজ আক্বীদাহ্ (ইসলামে মূল বিশ্বাস)
জান্নাত পাবার সহজ উপায়
রক্তে ভেজা যুদ্ধের ময়দান
মীলাদ জায়িয ও নাজায়িযের সীমারেখা
হাদীস আল-মাদানী (১ম ও ২য় খণ্ড)
বুলূগুল মারাম (মূল ঃ আসক্বালানী)
প্রশ্নোত্তরে মাসিক আল-মাদানী (১ম ও ২য় খণ্ড)
রাসূলের বাণী থেকে সকাল সন্ধ্যার পঠিতব্য দু'আ
নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ
বদরের ময়দানে ৩১৩ জন (রাযিঃ)
আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা
আল-কুরআন একমাত্র চ্যালেঞ্জ গ্রন্থ
আল-মাদানী পাঞ্জে সূরা ও সহীহ্ দু'আ শিক্ষা
কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি
তাজরীদুল বুখারী (১ম ও ২য় খণ্ড)
আল-মাদানী সহীহ্ হাজ্জ শিক্ষা
জুমু'আর দিনে করণীয় ও বর্জনীয়
সহীহ্ ফাযায়িলে দরূদ ও দু'আ
আল-মাদানী সহীহ্ মুহাম্মাদী ক্বায়দা
আল-মাদানী কুরআন মাজীদ (মূল আরবী, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত টীকাসহ)